76

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB. 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ ...

প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন ঃ ছাত্রদল কালো পতাকা দেখাবে

আগামীকাল বাংলা একাডেমীর অমর একুশে বই মেলা শুরু হচ্ছে

গিয়াসউদ্দিন রিমন ॥ বাংলা একাডেমীর অমর একুশে বই মেলা '৯৯ আগামীকাল (শুক্রবার) শুরু হচ্ছে। সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসাবে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ও জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন। একাডেমীর সভাপতি কবি শামসুর রাহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। উদ্বোধনের পরপরই মেলা শুরু হবে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে। ছুটির দিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা চলবে। তবে শুক্রবার ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত বিরতি থাকবে। ২১ ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টা থেকে মেলা শুরু হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন গতকাল (বুধবার) এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমরা একটি পরিচ্ছন্ন বইমেলা চাই। এই মেলায় কেবল থাকবে সৃজনশীল ও মননশীল বই। কোন নোংরা বই বাংলা একাডেমীর পবিত্র অঙ্গণে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়। কলুষতামুক্ত বই একুশের চেতনার পরিপন্থী। যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, একুশে বইমেলা আমাদের নিজস্ব মেলা। এতে বিদেশী প্রকাশকদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া সম্ভব নয়। কলিকাতার প্রকাশকরা চাইলে ঢাকা আন্তর্জাতিক বই মেলায় অংশ নিতে পারে। কলিকাতা বই মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের অর্জন কি এ প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, অর্থ দিয়ে এ অর্জন বুঝানো সম্ভব নয়। এই প্রথম বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিকদের বিদেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তারা পরস্পর ভাব বিনিময় করতে পেরেছেন। দেশী বইয়ের বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

একাডেমীর অমর একুশে অনুষ্ঠানমালা শুরু হচ্ছে। প্রতিদিন বিকেলে মেলা প্রাঙ্গণে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশত বার্ষিকীতে ২৪ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী নজরুল ইনস্টিটিউট অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করবে। ২০ ফেব্রুয়ারী বাংলা একাডেমী পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। একুশে অনুষ্ঠানমালার আলোচক হিসাবে আওয়ামী ও বামপন্থী লেখক বুদ্ধিজীবীদেরই রাখা হয়েছে।

আগামীকাল থেকে মেলা শুরু হলেও গতকাল পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণে স্টল নির্মাণের কাজ তেমন বেশী হয়নি। উদ্বোধনের আগে অনেক প্রকাশকই স্টল নির্মাণ সম্পন্ন করতে পারছেন না।

এদিকে বইমেলা উদ্বোধন করতে বাংলা একাডেমীতে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে কালো পতাকাসহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। কয়েকটি বাম ছাত্র সংগঠন ও প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে কর্মসূচী নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আগমন প্রতিরোধ করার কৌশল নিয়ে আলোচনার জন্য ছাত্রদল নেতারা গতকাল ডাকসু ভবনে আলোচনায় মিলিত হয়। তারা প্রধানমন্ত্রীর আগমন প্রতিরোধ করতে মুখে কালো কাপড় বেঁধে কালো পতাকা হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী নিয়েছে। বিপরীতে ছাত্রলীগ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বাংলা একাডেমী মহাপরিচালক জানান, ওমর মেলার তথ্যকেন্দ্র পরিচালিত হবে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে। একটি বড় পর্দায় নতুন বইয়ের সংবাদ প্রচার করা হবে। ইন্টারনেটে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বইমেলার সংবাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হবে। তিনি জানান, ১২ লাখ ৬৯ হাজার টাকা ব্যয়ে অনুষ্ঠিতব্য মেলায় ২০৩টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে ৩১৩টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। একাডেমী প্রাঙ্গণে স্টল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রেস্তোরাঁর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, নারী উত্যক্তকারী বখাটে তরুণদের জন্য এবারের বইমেলা প্রীতিকর হবে না। বখাটের সন্ধান পেলেই পুলিশে দেয়া হবে। মেলায় পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার না করার জন্য প্রকাশকদের অনুরোধ করা হয়েছে।

মেলা উপলক্ষে বাংলা একাডেমী ১৮টি নতুন বই প্রকাশ করছে। এর মধ্যে একুশের গল্প ও একুশের কবিতা সংকলন রয়েছে। মেলায় বাংলা একাডেমী তাদের প্রচলিত কমিশনে এবং অন্য প্রকাশকরা শতকরা ১০ ভাগ কমিশনে বিক্রি করবে। মেলায় লেখক কর্ণার এবং নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের জায়গা থাকবে।

মেলার নীতিমালায় বলা হয়েছে, মেলায় প্রকাশকরা শুধুমাত্র নিজেদের প্রকাশিত বই বিক্রি করতে পারবে। বিদেশে প্রথম প্রকাশিত বা বিদেশী বইয়ের বাংলাদেশী সংস্করণ এবং আমদানীকৃত বই মেলায় বিক্রি করা যাবে না। অশ্লীল, রুচিগর্হিত, জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি কটাক্ষমূলক, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয় এমন ব জননিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর বা অন্য যে কোন কারণে ক্ষতিকর কোন বই, পত্র-পত্রিকা, ক্যাসেট বা অন্য কোন দ্রব্য মেলায় বিক্রি, প্রচার বা প্রদর্শন করা যাবে না। স্টলের নাম পরিবর্তন করা যাবে না। খড়, ছন, গোলপাতা, পাটকাটি, দিয়ে স্টল তৈরী করা যাবে না। মেলায় অমর একুশে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী কোন বই, পত্রিকা, ক্যাসেট বা পোস্টার বিক্রি বা প্রদর্শন করা যাবে না।

আগামীকাল মেলা শুরুর পাশাপাশি বাংলা